

আনন্দ বাজার পত্রিকা

ANANDA BAZAR PATRIKA
India's Largest Selling Daily

শুক্রবার, ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১ (২৬ ডিসেম্বর, ১৯৭০ শক) Friday, December 17, 1971



জয় হিন্দ, জয় বাংলা
(সম্পাদকীয় চিত্র) পৃষ্ঠা ৩

সেই রমনা ময়দানেই

সুন্দর পূর্ব রণাঙ্গন আজ স্তব্ধ—
চৌদ্দদিন ব্যাপী সংগ্রামের শেষে
আজ স্তব্ধতা নেমে এসেছে বাংলা-
দেশের ইতিহাসে বিক্ষিপ্ত নানা
রণাঙ্গনে, গোমতী, কর্ণফুলী, মধু-
মতী ও বৃষ্টিগঙ্গার তটভূমিতে,
পাকিস্তানী সামরিক ছাউনিগুলিতে।

বৃষ্টিগঙ্গার তীরে তখন সূর্য
অস্ত যাচ্ছে, সেই রমনা ময়দানে তখনই
বাংলাদেশের এক ইতিহাস শেষ হয়ে
অর এক ইতিহাস শুরু হল।
আগামী দিনের সূর্য অস্তাচারিত,
নিপীড়িত বাংলাদেশকে দেখবে না—
দেখবে অস্তাচারিত শংখলমুখিত
আর এক বাংলাদেশ। আজকের বিদ্রোহী সূর্য
তাই জেনে গেছে।

ঢাকা থেকে বিভিন্ন সংবাদসংস্থা
এবং আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা
জানাচ্ছেন—এই রেস কোর্সে ময়দানে
আজ আর এক ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে
থাকছে, একদা এখানেই বঙ্গবন্ধু
মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতার ডাক
দিরেছিলেন। রক্ত, অশ্রুজল ও বাঘা-
কতর করুণ আতনাদের অবসানে
আজ লক্ষ লক্ষ লোকের আনন্দধ্বনির
মধ্যে পাকিস্তানী বাহিনী আত্মসমর্পণ
করল।

তার আগে বেলা ১০-১০ মিনিটে
একটি ভারতীয় ব্যাটেলিয়ান শহরে
প্রবেশ করল—প্রবেশ পথেই মেজর
জেনারেল মহম্মদ জামশেদ ভারতীয়
বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করলেন।

কিছুক্ষণের বেলা ৩-৩০ মিনিটে
মাগুরার মেজর জেনারেল আনসারী
১ম ডিভিশন আত্মসমর্পণ করল।

আরও পরে বেলা ৩-৩০ মিনিটে
জেনারেল নাগড়া চার ব্যাটেলিয়ান
সৈন্য নিয়ে ঢাকা শহরে প্রবেশ করলেন।
৩-৩১ মিনিটে রেসকোর্স ময়দানে লেঃ
জেনারেল নিয়াজি বাংলাদেশে
অবশিষ্ট সমগ্র পাকিস্তানী বাহিনীর
নবম পৃষ্ঠার প্রত্যয়

পাকিস্তান নত



জয় জওয়ান : বিজয়ী সেনাদল ঢাকা শহরে ঢুকছেন, জনতা উল্লাসে তাদের স্বাগত জানাচ্ছেন।

—নিজস্ব চিত্র

অ-শতের সমর্পণ চুক্তি স্বাক্ষর

রাজধানী ঢাকা — এবং সেখানে আমাদের বরণ সেনগুপ্ত

১৬ ডিসেম্বর—সেই জেনারেল নিয়াজি আজ
মুক্ত ঢাকার হাজার হাজার মানুষের আকাশ ফাটানো
জয়বাংলা ধ্বনির মধ্যে আত্মসমর্পণ করেছেন। কার্যত
বাংলাদেশের দখলদার পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করে
আজ যখন আমাদের জেনারেল জ্যাকব ঢাকার
পৌরস্থান। তখন দুপুর বেলা বারোটা। আনুষ্ঠানিক
আত্মসমর্পণ ভারতীয় সমর বিকাল চারটা একটিনি
মিনিটে। জেনারেল অরোরার কাছে জেনারেল নিয়াজি
আত্ম, অস্ত্র ও ফৌজ সমর্পণ করেন। জেনারেল
অরোরা যখন ঢাকার বিরাট রেস কোর্স মাঠে আত্ম-
সমর্পণ অনুষ্ঠানে ফৌজি রীতি অনুযায়ী নিয়াজির
কলার থেকে জেনারেলের ব্যাজ ছিঁড়ে ফেলেন, তখন
গোটা রেস কোর্স স্বাধীন বাংলা জয়ধ্বনিতে কেঁপে
ওঠে।

মুক্ত ঢাকার বিহিবিশ্ব থেকে আজ আমরা
আনন্দবাজার ও হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের তিনজন
সাংবাদিক প্রথম যখন ঢাকা আসি, তখন জেনারেল
জ্যাকব ঢাকা পৌঁছে গিয়েছেন। তার সঙ্গে করনেল
থেরা। আকাশবাণীর খবরে জনসাধারণও শুনেছেন
আত্মসমর্পণের সংবাদ। সবাই রাস্তায় নেমে পড়েছেন।
আমরা শহরে ঢুকেছিলাম নারায়ণ হাট থেকে ভারতীয়
সেনাবাহিনীর একটি কনভয়ের সঙ্গে। পথের প্রতি
মাইল অন্তর মানুষ আনন্দে পাগল হয়ে কনভয়
আটকে ধরেছে। সবাইয়ের মধ্যে ধ্বনি জয়বাংলা,
জয় ভারত, জয় হিন্দুরা গান্ধী। সাতার মিলিটারি
ডেয়ারির একটি আগে কয়েক শ' মানুষ আমাদের
কনভয় আটকে রেখে বলল—দুধ খেয়ে যেতে হবে।
প্রত্যেকের হাতে ঘটি ঘটি দুধ। আমরা বললাম
সময় নেই। ওরা ছুটে অনেকগুলো ডিম নিয়ে
এল। প্রত্যেকের গাতিতে যে কটা পারল দিয়ে দিল।
গোটা ঢাকা শহরে, গোটা বাংলাদেশে পথে পথে
আজ আমরা হাজার হাজার আনন্দ-পাগল মানুষকে
দেখলাম।

ঢাকা তেজগাঁও বিমানবন্দরে যখন বিকালে
জেনারেল অরোরা হেলিকপ্টার থেকে নামলেন, তখন

শত শত বাঙালী তাকে এবং ভারতীয় সেনা, বিমান
ও নৌবাহিনীর উপস্থিত সব অফিসারকে জড়িয়ে
ধরলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে আমরা দেখলাম,
আনন্দে পাগল কিছু মানুষ জেনারেল অরোরাকে
কাঁধে তুলে ধরে জয়ধ্বনি দিচ্ছে।

পাক জেনারেল নিয়াজি এবং আমাদের জেনারেল
জ্যাকব ও বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন। সঙ্গে দুই
বাহিনীর অন্যান্য বহু অফিসার। ডেমবা ও টিগার দিক
থেকে বহু ভারতীয় সৈন্য শহরে ঢুকেছে। তারা একদল
প্রথমে যায় ক্যান্টনমেন্টে, আর একদল পূর্বাংশের
গোটা শহরে, আর কিছু চলে আসে বিমানবন্দরে।
জেনারেল অরোরা হেলিকপ্টার থেকে নেমে জেনারেল
নিয়াজির সঙ্গে করমর্দন করতে এগিয়ে যান। কিন্তু
তার আগেই জেনারেল নিয়াজি তাকে স্যালুটে করেন।
বিমানবন্দরে আনন্দে আত্মহারা বাঙালীদের কাছ থেকে
সাদা পেয়ে সবাই গেলেন রেসকোর্স মাঠে। জেনারেল
অরোরা, জেনারেল নিয়াজি এবং জেনারেল জ্যাকব একই
গাড়িতে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন হাজার হাজার
মানুষ—একবারে নাচতে নাচতে।

সেখানে হল আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণ। জেনারেল
অরোরা ও জেনারেল নিয়াজি একটা টেবিলের দুই দিকে
বসলেন। আত্মসমর্পণের কাগজে নই হল। তারপর
জেনারেল নিয়াজির ব্যাজ ছেঁড়া। এবং তারপর লাইন
দিয়ে দাঁড়ানো পাক সেনাবাহিনী অস্ত্র সমর্পণ করল।
এটা অবশ্য আনুষ্ঠানিক ব্যাপার। তৎক্ষণে ভারতীয়
সেনারা কুরিটোলা ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে পাক ফৌজের
কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নিয়েছেন। নিয়াজি সমস্ত সব
পাক ফৌজ এখন কুরিটোলা ক্যান্টনমেন্টে বন্দী।

ঢাকা শহরে যুদ্ধের চিহ্ন খুব বেশি নেই। নিউ-
মার্কেট অঞ্চল দিয়ে সখ্যাকোলা যখন আমরা যাচ্ছিলাম,
তখন দেখলাম কতগুলি বোকন খুলে গিয়েছে। আলো
জ্বলছে। বেশ কিছু বগলীও বেশ কয়েকদিন পর মুক্ত
ঢাকার বাজার করতে বেরিয়েছেন। মহম্মদের অঞ্চল
শহরে ঢাকার পথেই পড়ল। অবাঙালী প্রধান এলাকা।
সেখানে রাস্তার লোকজন কম, কিন্তু কিছু কিছু বোকন
খোলা। বাঙালীদের বোকনগুলি আবার তারা এসে
খুলেছেন। বিহারী, পানজাবি এবং অবাঙালীদের
পঞ্চম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে প্রত্যয়

ঢাকা এখন স্বাধীন দেশের স্বাধীন রাজধানী

বিশেষ সংবাদদাতা
নয়া দিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর—বিকাল
সাতটা পঁচাত্তি। লোকসভার প্রত্যেকটি
আসন ছিল পূর্ণ। সবসময়, দশক, সাং-
বাদিক—সকলে ছিলেন মুগ্ধবশ
প্রতীকার। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা
গান্ধী প্রবেশ করলেন।
ইন্দিরাজী বললেন, “আমি একটি
ঘোষণা করতে চাই। আমার ধারণা, এই
সভা কিছুকাল ধরে এই দেশের
প্রতীকার ছিলেন (সভার সচীপতন
নৈশপদ)।
[বাংলাদেশে] পশ্চিম পাকি-
স্তানী ফৌজ কিশোরের আত্মসমর্পণ
করেছে (হয়ধ্বনি)। ঢাকা এখন একটি
স্বাধীন দেশের স্বাধীন রাজধানী
(তুমলৈ হবধ্বনি)।”

এই সময় সদস্যরা উঠে দাঁড়ান।
প্রধানমন্ত্রীর উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ,
প্রতিটি বাক্য তাঁরা তুমলৈ হবধ্বনির
স্বরা স্বাগত ও অভিনন্দিত করেন।
আনন্দের জোয়ার হিন্দুরাজীকেও অভি-
ভূত করে। একটি বাক্য তাঁর পাঠে ধাক্কা
পড়ে যায়। তিনি অবশ্য পরমহুতাই
এই বিচ্যুতি সংশোধন করে নেন। ওই
লিখিত বিবৃতিতে তিনি আরও
বলেন:

“আজ বিকাল ৪-৩১ মিনিটে ওই
আত্মসমর্পণ সংক্রান্ত নিখিলে স্বাক্ষর
করেছেন, পাকিস্তান ইস্টারন কমান্ড-
এর পক্ষে লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ এ
কে নিয়াজি। পূর্ব রণাঙ্গনে ভারতীয়
ও বাংলাদেশ বাহিনীর জি ও সি ইন
চিফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ
সিং অরোরা ওই আত্মসমর্পণ গ্রহণ
করেছেন।

“এই ঐতিহাসিক মুহুর্তে এই
সভা এবং দগ্ধ জাতি আনন্দ প্রকাশ
করছে।

“এই বিজয়ের ক্ষণে আমরা বাংলা-
দেশের জনগণকে অভিনন্দন জানাই।
জয়ধ্বনি দিই মুক্তবাহিনীর কিশোর
ও তরুণদের নামে—তাদের বীরত্ব ও
নিরোপিতপ্রাণতার জন্য।

“আমরা আমাদের নিজস্ব স্থান
বাহিনী, নৌবহর, বিমানবাহিনীর ও
সীমাতন্ত্র নিরাপত্তাবাহিনীর জন্য গর্ব-
বোধ করছি। তারা চমৎকারভাবে তাঁদের
বোগতা ও ক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছেন।

“তাঁদের শংখলমুখিত ও
কর্তব্যান্বিত স্বেচ্ছাসেবিত। যারা তাঁদের
করেছেন।

পাকিস্তানী ইস্টারন কমান্ড
পূর্ব খণ্ডে ভারতীয় জওয়ান ও
বাংলাদেশ মুক্তবাহিনীর সেনানায়ক
লেঃ জেঃ অরোরার কাছে বাংলাদেশের
সমস্ত পাক সশস্ত্র সৈন্যের আত্ম-
সমর্পণে সম্মতি জানিয়েছেন।

এই আত্মসমর্পণ শর্তের অন্তর্ভুক্ত
বাংলাদেশে সমস্ত পাকিস্তানী সৈন্য
—স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর। তা
ছাড়া আছে আধা-সামরিক ও
আসামরিক সশস্ত্র বাহিনীগুলি।

এই সৈন্যরা যে যেখানে থাকুক
সেখানেই অস্ত্র সংবরণ করবে এবং
নিকটবর্তী ভারতীয় সেনাদের কাছে
আত্মসমর্পণ করবে। চুক্তির স্বাক্ষরিত
হওয়ার পর থেকেই পাকিস্তানী
ইস্টারন কমান্ড লেঃ জেঃ অরোরার
আদেশ মেনে চলবে।

এই আদেশ অমান্য করলে আত্ম-
সমর্পণের শর্ত ভঙ্গ করা হয়েছে ধরা
গণ্য করা হবে। এবং যুদ্ধের ন্যায় ও
রীতি অনুযায়ী সেনা-সম্পর্কে ব্যবস্থা
নেওয়া হবে।

পঞ্চম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে প্রত্যয়

নতি স্বীকারের শর্ত

নয়া দিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর—বাংলা-
দেশে দখলদার পাক ফৌজের সর্বাধি-
নায়ক লেঃ জেঃ এ এ কে নিয়াজি
বেশশত আত্মসমর্পণ করেছেন।
জানা গেছে। এই খণ্ডে ভারতীয়
জওয়ানদের প্রধান লেঃ জেঃ জগজিৎ
সিং অরোরার কাছে তিনি কবল
করেছেন।

পাকিস্তানী ইস্টারন কমান্ড
পূর্ব খণ্ডে ভারতীয় জওয়ান ও
বাংলাদেশ মুক্তবাহিনীর সেনানায়ক
লেঃ জেঃ অরোরার কাছে বাংলাদেশের
সমস্ত পাক সশস্ত্র সৈন্যের আত্ম-
সমর্পণে সম্মতি জানিয়েছেন।

এই আত্মসমর্পণ শর্তের অন্তর্ভুক্ত
বাংলাদেশে সমস্ত পাকিস্তানী সৈন্য
—স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর। তা
ছাড়া আছে আধা-সামরিক ও
আসামরিক সশস্ত্র বাহিনীগুলি।

এই সৈন্যরা যে যেখানে থাকুক
সেখানেই অস্ত্র সংবরণ করবে এবং
নিকটবর্তী ভারতীয় সেনাদের কাছে
আত্মসমর্পণ করবে। চুক্তির স্বাক্ষরিত
হওয়ার পর থেকেই পাকিস্তানী
ইস্টারন কমান্ড লেঃ জেঃ অরোরার
আদেশ মেনে চলবে।

এই আদেশ অমান্য করলে আত্ম-
সমর্পণের শর্ত ভঙ্গ করা হয়েছে ধরা
গণ্য করা হবে। এবং যুদ্ধের ন্যায় ও
রীতি অনুযায়ী সেনা-সম্পর্কে ব্যবস্থা
নেওয়া হবে।

পঞ্চম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে প্রত্যয়

ইয়াহিয়া — নত হয়েও নতি মানতে নারাজ

নয়া দিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর—
জগদীশহা নারক প্রেসিডেন্ট ইয়া-
হিয়ায় দণ্ড চূর্ণ হলোও তিনি চিনের
তৈরি খেলা সৈনিকের মত বলে চিনে-
ছেন, এ রকম বড় বস্ত্রে এক ফলটে
সামরিক কিছু, ঘটায় অর্থ হুম্বাবানক
নয়। বাংলাদেশকে হারিয়েও তিনি আ
কবল করতে নারাজ। তিনি ঘোষণা
করেছেন ২০ ডিসেম্বর তিনি যে
সংবাদ জারি করবেন তাতে পাকি-
স্তানের দুই অংশের কথাই থাকবে।
রোডেও পাকিস্তান থেকে বেতার
ভাষণে তিনি বলেন, আগের ঘোষা
থাকলে বিশ্বাসঘাতক, শত্রু, ভারতের
বিশেষ এই পনের জেহাদ জরাজীভব না
করা পর্যন্ত চলবে।

তিনি তাঁর ভাষণে বাংলাদেশে
তার বাহিনীর আত্মসমর্পণের কথা
বলেননি। শব্দ, বলছেন, শত্রুরা
সেখানে পাকিস্তানী সৈন্যদের ঘেরাও
করে ফেলে। তারা সংখ্যায় ছিল অনেক
বেশি। তাদের অস্ত্রও অনেক। তা ছাড়া,
এই শত্রুর পিছনে ছিল এক বৃহৎ শত্রুর
সমর্থন। শত্রুর নামটি অবশ্য তিনি
উল্লেখ করেননি।

পাকিস্তান সরকারের প্রসঙ্গে
তিনি বলেন, তাই শান্তিপূর্ণে পাকি-
নবম পৃষ্ঠার প্রত্যয়



“আমি আর আমার ফৌজ একসঙ্গে আত্মসমর্পণ করলাম।” বৃহৎপতিবার ঢাকার লেঃ জেঃ নিয়াজি
আত্মসমর্পণের মূললোকা দিচ্ছেন। পাশে বিজয়ী বীর লেঃ জেঃ অরোরা।

আজ রাত আটটায় পশ্চিমে ভারতের যুদ্ধবিবর্তি

নয়া দিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর—আগামী
কাল রাত আটটা থেকে পশ্চিম
রণাঙ্গনে একতরফা যুদ্ধবিবর্তি ঘোষণা
করা হয়েছে। নানা নটকীয় ঘটনার
ভরা আজকের দিনটি। পূর্ব রণাঙ্গনে
নানা ঘটনা—পাক দখলদারবাহিনীর
আত্মসমর্পণ, তা গ্রহণ ও স্বাধীন

বাংলাদেশের জন্ম। তবে এই নাটকীয়
ঘটনার লী চরমে ওঠে পশ্চিম রণাঙ্গনে
একতরফা যুদ্ধবিবর্তি ঘোষণা।
সরকারী ঘটনাবলি ঘটে বাওয়ার
রাত দু'ঘণ্টা পরেই তড়িৎগতি ডাকা
মুদ্রাসভার এক কৌতুক একতরফা যুদ্ধ
বিবর্তিত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এবং
অষ্টম পৃষ্ঠার প্রত্যয়

প্রধানমন্ত্রী যখন এই সিদ্ধান্তের কথা
ঘোষণা করেছেন ঠিক তখনই পাক
প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ তাঁর বেতার
ভাষণে পশ্চিম পাকিস্তানীদের উপরে
শাসনিয়েছেন—যুদ্ধ চালিয়ে বাওয়ার
সংকল্পের কথা। তিনি বলেছেন,
পশ্চিম পৃষ্ঠার প্রত্যয়

ইন্দিরাজী এবার মুজিবের মৃত্তির জন্ম চেষ্টা করবেন

রাজনৈতিক সংবাদদাতা
নয়া দিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর—বাংলা-
দেশে পাকিস্তানের দখলদার বাহিনীর
পরাজয়ের পর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী
সম্ভবত শেখ মুজিবুর রহমানের
মৃত্তির জন্য সচেতন হবেন।
সুসঙ্গে বাংলাদেশে শত্রু বাহিনীর
আত্মসমর্পণের কথা ঘোষণা করে
প্রধানমন্ত্রী এই আশা প্রকাশ করেন
যে, নতুন জাতির জনক, নিজে
বেরে জনগণের মধ্যে তার নাম-
সংগত আসন গ্রহণ করে জাতিকে
শান্তি, প্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে
এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

ওয়াশিংটন বার শেখ মুজিব
রহমানের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার
অভিযোগ তুলে নিয়ে তাকে মুজি-
বের জন্ম জেনারেল ইয়াহিয়া
উপার চাপ দেন, তবে বাংলাদেশ
সমর্যা ও ভারত-পাক যুদ্ধ নিয়ে
ভারতের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্কে
বে চিড় ধরেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
তা অনেকটা মেরামত করতে পারবে।
পঞ্চম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে প্রত্যয়

আটক হোসেন আলি
বেরিয়ে এসেছেন

নয়া দিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর—
এখানকার পাক হাইকমিশনের
গোয়েন্দা প্রধানের সহকারী শ্রীহাসেন
আলি আজ তাঁর স্ত্রী ও ছেলে-
পুলেদের নিয়ে কমিশনের দেওয়ান
টপকে বেরিয়ে যান। —পি টি আই



জন্মদাতা তুমি কোথায়

নয়া দিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর—বাংলা-
দেশের জনগণ, মুক্তি বাহিনী, রাষ্ট্র-
নৈতিক নেতারা এবং তাঁদের মিত্রদের
মনে আজ আনন্দের বান। জয়বাংলা
ধ্বনিতে চারদিক মুখরিত। কিন্তু
এই স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতিকে
উদ্বুদ্ধ করছেন যিনি, বঙ্গবন্ধু, সেই
মুজিব আজ কোথায়? বাংলা দেশ
থেকে ১৬শ কিলোমিটার দূরে
পশ্চিম পাকিস্তানী জেলে তাকে
আজ জীবনমুখ করে রাখা হয়েছে।
আবার তাকে কী নেই এ প্রশ্নের
সম্প্রদায়িক প্রমাণ হাতে নেই।
খান সেনাদের আত্মসমর্পণের পর
তাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং
বাংলা দেশের প্রধানমন্ত্রী তাঁদের
বিবৃত্তিতে দৃঢ়তা করে বলেছেন।
বাংলাদেশের জন্মফলস্বরূপ এই
অনলোপযোগে জাতির জনক নেই।
—ইউ এন আই

কাল ঢাকা আগের চেয়ে অনেক আগামী।
মশ লক্ষ্যবিন্দু বাঙালী অবাঙালীর বসতি-
পূর্ণ শহরটি ততো কসমেপাটনান না
হলেও ছিন্নমূল ও আধুনিক। ধানমানচিত্র
ও গালাশবদের বিস্তৃত এলাকার এখন আঁচ-
পাত আবার গড় উঠেছে। আরও অবান
তৈরি হচ্ছে 'বনানী' ও 'বারিধারা'।
তৎকালকের দ্বিতীয় রাজধানী আধুনিক

साधनशत्रु हाँडा

ডি এ ভি পি-৫৯১(৩৫)/৭১

সাপগড়ের নিকটেই এক কানিশানদের
বাগান আছে। হেঁচল বহর আগে
মিলেবারে বাঁধের মাথ থেকেই এঁরা
সাপ ও দু'দামের আকাশা ছাড়া, আজ
আর তা নেই। সৈনিকের তল শাউ-ডাকা
বিকুশা এখন বড় চাক্ষুষ পড়ল না।
সুন্দর কলমে ও শিবিকাবাসের জোয়ার
কলমেই আত্মতা করছে। বেরো বা
পারো ছাড়ই। দু'দামের বাগানের
নিচের সুন্দর বিহ-বিশ্ব নারীপুত্রের
রোজা দু'দামের ছাউ, কড়ের বড় আঙো
দু'দামের ছাউ। শাখারো পাতারো
মন্দের ছোটেই ইকরাবিক্রান্দনটোল। আঁই
মাত রীতিমত কাবেরে নাও ছাউ।
এক কথায়, সেরা ছোয়ার
প্রশাসিত, চারাব প্রাণ এমন পাতারের
ছাউ পরোপরি দেখাও।

১৯৫৬ সালের ভাৰা আন্দোলন
যেহেতু দুই বছর কাৰাবাসের শাস্তি-
নিৰ্দ্ধাৰিত পূৰ্বকৃত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের
ছাত্রদের দান শ্রমায় সবসময় অধিষ্ঠিত। ভাৰা
আন্দোলনের উদ্দেশ্য বোঝা কারাবাসের
বিশুদ্ধতা সম্পত্তির দান, মূলতঃ ছাত্র-
ছাত্রীরাই বাংলাদেশের রাষ্ট্রিক মৰ্যাদা দান
এগিয়ে গিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালী ভাৰাচার
এগিয়ে গিয়েছেন পর। ঢাকার ছাত্র সমিতির
এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত আছে দুটি
জাতি। একটি বিশ্ববিদ্যালয় পূৰ্বকৃত
কাৰাবাসের আমলা, এবে অমৃত্যু বিপ্লব-
বিদ্যায় ক্ষেত্রের। ওরো মূল্যবান দোকান।
কাৰা বিশ্ববিদ্যালয় এতটাইকি আম-
তদার বাঙালোদের রাজনীতি হানো-পছন
ঘটছে। অনেকবার জাতিবৈত উপাৰ-পছন
চালিত হয়েছে এখান থেকে। আন্তরাল
বদল থেকে জাতিবৈত রাজনীতি অপছন
পর্যাপ্ত করছেন অনেক ছাত্রের। ডাঙাল
শৈথিল্যেও বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল্যবান
সাঁতার নেভাৰেই নীলমণ্ডলের কনক বিপ্লব-
বিদ্যায়-ভবন। তার দুপাশে সপ্নে এবে
এতটাইকি আমতদারি গুরাৰে হারাওক
ইতিহাসের অগাধিত্তি গুরাৰেই হইল। নতুন
শ্রাণে গুরাৰে অথবা নতুন আমতদার
সপ্নেই হইবে।

বাংলাদেশের আন্দোলনের সংগে মধু
দর ক্যান্টিনের নাম বিশেষভাবে জড়িত
এখনও হত ছাত্রদের সভা। তরুণ বয়সে
বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিনটি খুলেছিল
মধুদা। এখন তার হেলেই তরুণ। অসুস্থ

[illegible]

হত্যার দায়ে চারজন
পলিশ অফিসার অভিযুক্ত

কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল
শ্রীরাঞ্জিত চক্রবর্তী ও তাঁর ডায়েরী
জাতীয় রক্ষাবাহিনীর সদস্য শ্রীসত্যজিৎ
চক্রবর্তীকে গুলি করে হত্যা
অভিযোগে জোড়াবাগার থানার ও
ইনসপেক্টর শিউরঙ্গল সিং, সা

লাগান হবে স্বেচ্ছা পাবন ফলস্বাদয়
 সেই পূজকনা দেবদেবীনা এজন্য আর
 হইবে। অতীত পূজকনা বসন্ত হোলাকা জুই
 এখন নতুন দেবী দেবীনা। এত বৃহৎ
 মন্দির দেবী দেবীনা। এমনিভাবে
 অনুভব করুন দেবীনা, যাইও এটি এখনও
 সমাপ্ত হইল। সমাপ্ত পুরাতন
 দেবীনা পূজকনা নতুন ঢাকা
 বাসিন্দা। এককালের গভীর অরণ্যে এজন
 গুরু উত্তর লালন অভ্যাস এলাকা।
 এসব জগতের গায়ের পাতা পুড়িত
 হোলাকা ফেলা সব। পূজকনা বসন্ত
 ঠাণ্ডাবাসক, তপ্তবাসক বনগ্রাম,
 নবগ্রাম, শাখাশাখী হুই অতীত।

অষ্টারমিল্ক

জনসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে
প্র্যাক্সো এবং অস্টারিমিনক
বেবি ফুডের বর্তমান দাম
নিম্নলিখিত নতুন :
৪৫০ গ্রাম

গ্ল্যাঙ্কা
অস্টারমিন

ॐ ७.७०

ଟା: ୬.୩୦

গল্যাৎ
অস্টারিমলক

ତା: ୨୨.୧୫

पृ: २२.१६

স্থানীয় কর অতিরিক্ত

শ্রীমতী লালবইরেন্দ্ৰনাথ (হাণ্ডিয়া) গান্ধী

এ বিষয়ে সকলেই একমত যে বেড লেবেলের

প্রত্যেক প্যাকেট থেকে পাওয়া যায়

অনেক বেশী কাপ

ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି

हर पैकेट से मुझे ज्यादा
प्यालियाँ बढ़िया चाय
मिलती हैं !

ಪ್ರತಿ ಸಾಕೆಟ್‌ನಿಂದ
ನಾನು ಅಧಿಕ ಬಟ್ಟೆ
ಉತ್ತಮ ಚಹ
ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ!

প্রতি পেকেটবপবা ডের
বেছি কাপ আৰু পঁচাতকৈ
ডাল চাহ তৈয়াৰ হয় !

પકેટ હાથે મને
સારી ચાના વધુ
પ્યાસા મળે છે!

ہر ریگٹ سے چلے کی
ادو سے زیادہ سالوں

ਹਰ ਪੈਕਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ
ਵਧੀਆ ਚਾਹ ਦੇ ਵਰਤੋਂ
ਕਪ ਮਿਲਦੇ ਹਨ !

எனக்கு ஒவ்வோ
பாக்கெட்டிலும்
கோப்பைகள் க
தேநீர் கிடைக்க

ഓരോ പാശ്ചാത്യ
 നിന്നും കൂടുതൽ
 കൂടി കൈമാറായ
 പാശ്ചാത്യ ലഭിക്കുന്നു

पन्थेक पंकेटमागे मल
कितासरा आसपा मल
चांगला चहा मिळतो

ତେର ବେଣି କଥ
ଭଲ ଗୁଁ ତଥାର ଦୁଏ

প্রতি পাংকেটেই ঢে
বেলী কাপ আর সবি
ভালো চা তৈরী হয়

প্রতি পাংকেটেই ঢে
বেলী কাপ আর সবি
ভালো চা তৈরী হয়

এই জলোই তো
তা চায়ের মাধা
লেবেলের বিক্রি
সবচেয়ে বেশী

ଅଭାବେ

অ্যাসিবেস্টস্ সিগেণ্ট লিমিটেড

[illegible]

88 6584

শ্রুতবারে—
প্রথম ভিত্তিমূল ক্রিকেট লীগ-টুউন : ফুটবল স্টেডিয়ামে। প্রতিটি খেলা—এন সি কোর্সের একাদশ ও বিবিসিয়ার্সের দল (কালীঘাট মাঠ)। কলকাতা ডিবিএল লীগ—ভার্নিকি বি পুন্ড্রা : টালিগঞ্জ স্টাডিয়ামে। স্ট্রাইকট কাপ পোলো—হাউলকস বৈবজ : জয় মা কলী (রেন মাঠ)।
মারাতন রাজ্য নিবাসী ট্রায়াল স্ট্রাইকট হাউল।

আনন্দবাজার বিবিসিয়ার্স চুনী গোস্বামী বাংলার অধিনায়ক

বিশেষ প্রতিবেদন
আগামী ১৮, ১৯, ২০ ডিসেম্বর র্নাল ট্রিবি। পূর্ববঙ্গ লীগের খেলায় আনন্দবাজার বিবিসিয়ার্স বাংলার ক্রিকেট দলের পক্ষে খেলায় নেমে যাবেন অধিনায়ক চুনী গোস্বামী। এই খেলাতেও বাংলার অধিনায়ক হইবেন। সর্বোত্তম গৃহ বাদ পড়েছেন। দলে এসেছেন অশোক গনডোতা ও রমেশ ভাট্ট।

আনন্দবাজার বিবিসিয়ার্স মনোনীত খেলা-মারাতন হাউল—চুনী গোস্বামী, প্রকাশ গোস্বামী, গোপাল বসু, রাবি বানার্জি, রমেশ ভাট্টা, রাশি জিঞ্জিয়ার্স অশোক গনডোতা, শ্যামসুন্দর মিত্র, অশোক প্রায় চৌধুরী, দোশী দীপকর সরকার, কল্যাণ চৌধুরী, অশোক ভট্টাচার্য, প্রজ্ঞা চৌধুরী ও অশোক মজুমদার।

আগামীকাল শ্রুতবার দুপুরে স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ড দলের নেতা প্রাকটিক খেলার উপস্থিত হতে আনন্দবাজার জ্ঞান হইবে। আনন্দ দল এখন কলকাতায়।

ফ্রিজার বহুরের শেরা বক্শার
নিউ ইয়র্ক, ১৬ ডিসেম্বর—নিউ ইয়র্ক বক্শার লেক্সকন্সের অ্যাসোসিয়েশন বিবিসিয়ার্স ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান্সের খেলায় নেতা ফ্রিজার বহুরের শেরা বক্শার এই সম্মান দ্বারা পুরস্কৃত হইবেন। ১৯৬৯ সালেও ফ্রিজার এই সম্মান লাভ করে ও তাকে এডওয়ার্ড নীল স্মৃতি পুরস্কার দেওয়া হয়। এডওয়ার্ড নীল ১৯৩৮ সালের স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় সর্বাধিক সঙ্গ্রহ করণের সময় নিহত হন। তার স্মৃতি রক্ষার জন্যে এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

ভারত স্কাউটস ও গাইডস জমায়তে
ভারত স্কাউটস ও গাইডসের জমায়তে হলে মোহনবাগান মাঠে শনিবার ১৮ ডিসেম্বর সকাল দশটার। রাজ্যপাল শ্রীজ্ঞান ভাষণ দিবেন। জমায়তে অসামরিক প্রতিদ্বন্দ্বী মহড়া এবং লোক-গীতি ও নৃত্য প্রদর্শিত হবে।

ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গাল
রপজী মাচ বাংলা বনাম আসাম—স্থান ইডেন গার্ডেনস—১৮, ১৯, ২০ ডিসেম্বর, '৭১। ১, টাকার দৈনিক টিকিট ১ নং গেটে এবং; ৫০ পরসার টিকিট ১৬ ও ১৮ নং গেটে বিক্রয় করা হইবে। সাংবাদিক ও সকল ধরনের সি এ বি সদস্যগণ যথাক্রমে সরকারী আইডেন্টিফিকেশন ও হাউলসময়ের মেম্বার-শিপ কার্ড দেখাইয়া ১ ও ২ নং গেটে দ্রিষ্টা প্রবেশ করিবেন। লাগের পর পাস-আউট দেওয়া হইবে না। সকল সীট অনাঙ্কিত এবং স্বাধীনবাহিনী। এস পান, অনাং সেক্রেটারী।

ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গাল
রপজী মাচ বাংলা বনাম আসাম—স্থান ইডেন গার্ডেনস—১৮, ১৯, ২০ ডিসেম্বর, '৭১। ১, টাকার দৈনিক টিকিট ১ নং গেটে এবং; ৫০ পরসার টিকিট ১৬ ও ১৮ নং গেটে বিক্রয় করা হইবে। সাংবাদিক ও সকল ধরনের সি এ বি সদস্যগণ যথাক্রমে সরকারী আইডেন্টিফিকেশন ও হাউলসময়ের মেম্বার-শিপ কার্ড দেখাইয়া ১ ও ২ নং গেটে দ্রিষ্টা প্রবেশ করিবেন। লাগের পর পাস-আউট দেওয়া হইবে না। সকল সীট অনাঙ্কিত এবং স্বাধীনবাহিনী। এস পান, অনাং সেক্রেটারী।

ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গাল
রপজী মাচ বাংলা বনাম আসাম—স্থান ইডেন গার্ডেনস—১৮, ১৯, ২০ ডিসেম্বর, '৭১। ১, টাকার দৈনিক টিকিট ১ নং গেটে এবং; ৫০ পরসার টিকিট ১৬ ও ১৮ নং গেটে বিক্রয় করা হইবে। সাংবাদিক ও সকল ধরনের সি এ বি সদস্যগণ যথাক্রমে সরকারী আইডেন্টিফিকেশন ও হাউলসময়ের মেম্বার-শিপ কার্ড দেখাইয়া ১ ও ২ নং গেটে দ্রিষ্টা প্রবেশ করিবেন। লাগের পর পাস-আউট দেওয়া হইবে না। সকল সীট অনাঙ্কিত এবং স্বাধীনবাহিনী। এস পান, অনাং সেক্রেটারী।

ক্রিকেট তারকারা ইডেনে খেলতে আসছেন

বিশেষ প্রতিবেদন
জাতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার জন্য (অগে নাম দেওয়া) হইবে। বাংলাদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (ব্যাংক) প্রকাশিত শ্রুতবারের ক্রিকেট মাচ ৩০ ডিসেম্বর ইডেনে খেলা হইবে। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড এবং সি এ বি সভাপতি শ্রীজ্ঞান গোস্বামী, খেলায় নেতা প্রতিনিধিত্ব করিবেন। নির্ভরযোগ্যতার কারণে ইডেনে খেলা এই খেলায় অংশ নেবে, তাদের ভবিষ্যৎ অধিনায়ক নির্ভর করবে প্রকাশিত খেলায় নেতা (বোম্বাই ও দিল্লিতেও হবে) সাক্ষর উপস্থিত। সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বীতার উত্তর দর্শকরা পূরণ, আশা করা যায়।

এই খেলায় মনোনীত ক্রিকেটের সেরা খেলার দল জ্ঞানদেব, ৪০ থেকে ৪৫ হাজার দর্শকের দলকে আকর্ষণ করবে। দৈনিক টিকিট বিক্রয় হবে না। সিন্ডিকেট টিকিট হইবে ১২ টাকার (পশ্চিম দিক), ৮ টাকার (পূর্ব দিক) ও ৪ টাকার (মধ্য দিক)। সিন্ডিকেট টিকিট ক্রয়কর্তাদের বিক্রি না হলে খেলা দুইদিন দৈনিক টিকিট বিক্রি করা হবে। এ ছাড়াও ২৫ টাকা দামের ৪০০ দৈনিক টিকিট থাকবে। সিন্ডিকেট টিকিট বিক্রয় করা, খেলা সম্প্রতি মার্কস ফেডা হইবে খেলার এক সত্যই আগ্রহ। প্রতিদ্বন্দ্বীতা হইবে খেলায়

অনেক সেনচুরি করেও দলকে বাঁচাতে পারল না
স্টাফ রিপোর্টার
অলক টাকারাজ আগ্রহ চেষ্টা করেও হাওড়া ইন্ডিয়ান্সের পরাজয় থেকে বাঁচতে পারল না। টালিগঞ্জের ৮ উইকেটে ৩০৫ রানের উত্তর হাওড়ার ১৯ উইকেটে ২২৫। শেষ উইকেটে অলক ও সর্কার বোল করল ১১২ রান। সর্বশেষ অলক হইলেন অলক চ্যাটার্জি, সেনচুরি করল (১০৩)। অলক ১৬টি সেনচুরি ও ৪টি উত্তর হাউলজার সেরা প্রদর্শিত রান তোলে। টালিগঞ্জ ১৬ রানে জয়ী হয়ে সিন্ডিকেট নক আউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতার শিরীষ হাউলডে উত্তর।

জ্ঞানদেব নক আউট
সিটি ২১ রানে সিন্ডিকেট সুবাবককে হারায়। স্কোর—সিটি ১২২; সিন্ডিকেট ১২৫।
যজ্ঞের জন্য অত্যাশঙ্কায় জ্ঞানদেব দাম তেমন বাড়েনি
—মুখ্যসচিব
স্টাফ রিপোর্টার
যজ্ঞের জন্য কলকাতার অত্যাশঙ্কায় জ্ঞানদেব দাম তেমন বাড়েনি বলে মুখ্যসচিব শ্রী এন সি সেনগুপ্ত বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের জানান। তিনি বলেন, সরকার এমিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবে। কলকাতার জ্ঞানদেব ইতিমধ্যে কয়েকজনকে প্রেরণ করা হইবে।

যজ্ঞের জন্য অত্যাশঙ্কায় জ্ঞানদেব দাম তেমন বাড়েনি
—মুখ্যসচিব
স্টাফ রিপোর্টার
যজ্ঞের জন্য কলকাতার অত্যাশঙ্কায় জ্ঞানদেব দাম তেমন বাড়েনি বলে মুখ্যসচিব শ্রী এন সি সেনগুপ্ত বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের জানান। তিনি বলেন, সরকার এমিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবে। কলকাতার জ্ঞানদেব ইতিমধ্যে কয়েকজনকে প্রেরণ করা হইবে।

যজ্ঞের জন্য অত্যাশঙ্কায় জ্ঞানদেব দাম তেমন বাড়েনি
—মুখ্যসচিব
স্টাফ রিপোর্টার
যজ্ঞের জন্য কলকাতার অত্যাশঙ্কায় জ্ঞানদেব দাম তেমন বাড়েনি বলে মুখ্যসচিব শ্রী এন সি সেনগুপ্ত বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের জানান। তিনি বলেন, সরকার এমিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবে। কলকাতার জ্ঞানদেব ইতিমধ্যে কয়েকজনকে প্রেরণ করা হইবে।

যজ্ঞের জন্য অত্যাশঙ্কায় জ্ঞানদেব দাম তেমন বাড়েনি
—মুখ্যসচিব
স্টাফ রিপোর্টার
যজ্ঞের জন্য কলকাতার অত্যাশঙ্কায় জ্ঞানদেব দাম তেমন বাড়েনি বলে মুখ্যসচিব শ্রী এন সি সেনগুপ্ত বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের জানান। তিনি বলেন, সরকার এমিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবে। কলকাতার জ্ঞানদেব ইতিমধ্যে কয়েকজনকে প্রেরণ করা হইবে।

ঢাকা এখন স্বাধীন দেশের স্বাধীন রাজধানী

প্রথম পৃষ্ঠার পর
করছেন যে, তারা ওই চুক্তি পূর্ণভাবে মান্য করবেন।
‘প্রতিশোধমূলক কোন কাজ বাতে না ঘটে, সেটা দেখা এখন বাংলাদেশ সরকার, মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনীর কর্তব্য।’

‘ভারতের উদ্দেশ্য ছিল সীমিত—সম্রাটের রাজত্ব থেকে তাদের দেশকে মুক্ত করার জন্য বাংলাদেশ-এর সাহসী জনগণ এবং তাদের মুক্তিবাহিনীকে সহায়তা করা এবং আমাদের দেশের জনগণের উপর আক্রমণ প্রতিহত করা। বর্তমান প্রয়োজন, তার বেশি সময় আমাদের বাহিনী বাংলাদেশে থাকবে না।’

‘আমরা আশা করি ও প্রার্থনা করি যে, এই নতুন জাতীয় পিতা শেখ মুজিবুর রহমান তার জনগণের মধ্যে তার বধ্যভূমি স্থান গ্রহণ করবেন এবং বাংলাদেশকে শান্তি, প্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাওয়ার নেতৃত্ব দিবেন। (মুজিব জিন্দাবাদ ধর্ম)।’

‘আমরা বাংলাদেশের সত্যমুখ্য জনগণকে এই শ্রুতিজ্ঞান জানাই যে, সেনার বাংলায় তাদের জন্য মেন এক অর্থবহ ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠে।’

‘এ জয় একা তাদের নয়। মানবজাতিতে যে সব জাতি মূল্যের তাদের সকলের পক্ষে এ এক তাৎপর্যপূর্ণ দিকটি।’

কুজনেসড-ধর বৈঠক
নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর—সৌভাগ্যে প্রথম উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী কুজনেসড আজ এখানে পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রকের নীতি নির্ধারণ কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী ডি পি ধরকে সঙ্গে দু'ঘণ্টা ধরে আলোচনা করেন।

প্রধানমন্ত্রীর প্রথম সচিব শ্রী পি এন হাসরাজও এই আলোচনার সময় উপস্থিত ছিলেন। বাংলা দেশে এবং পশ্চিম খণ্ডে পাক-ভারত সীমান্ত বরাবর সাম্প্রতিক ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে আলোচনা হয়।

শ্রীকুজনেসড তিনিদের সূচকে রাষ্ট্রবাহিনী এখানে আসেন। তিনি আলোচনা এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন। তার স্বদেশযাত্রার দিন এখনও ঠিক হয়নি।

—পি টি আই

ফ্রান্স এখনই স্বীকৃতি দিচ্ছে না
প্যারিস, ১৬ ডিসেম্বর—এখনই স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার ইচ্ছা ফ্রান্সের নেই। তবে খোলা মন নিয়ে ফ্রান্স বাংলাদেশের ঘটনা লক্ষ্য করবে। আজ ফ্রান্সের প্রাক্তন মন্ত্রী মার্সি সুম্যান এক বক্তব্যে ভাষণ একথা বলেন।—স্টার্টার

লোকসভার প্রধানমন্ত্রী যে বিবৃতি দেন, রাজ্যসভার সেই মতই একটি বিবৃতি পাঠ করেন। প্রতিকারমন্ত্রী শ্রীজ্ঞানদেব রাম। সেখানেও সদস্যরা বিপুল হর্ষধর্মিতা দ্বারা বিবৃতিটিকে আড়ম্বরণ জানান।
ভারতীয় বাহিনীর ঢাকায় প্রবেশ। এর আগে অন্য একটি বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেন সেই মতই জাতির উদ্দেশ্যে এক বক্তব্য দেন।

কেবলমাত্র আইজা-এর
অনুমোদিত ডিলার
বিজয়ের পর সার্ভিস সহ আসন
AHUJA RASYSYSTEM
সরবরাহ করতে পারেন।
আপাতিক ডিভিশন: দেবদাস প্রাইভেট লিমিটেড, ১১ স্টার্টার স্ট্রীট, কলকাতা-১০
: জিয়ারসমূহ :
বেঙ্গল সেলস কর্পোরেশন, মেন মার্কেট, পোঃ অঃ বালুরঘাট, জেলা পশ্চিম দিনাজপুর
হিন্দুস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিস্টেমস, মেন রোড, পুরুলিয়া
ইলেকট্রনিক সেন্টার, সেনাচিটি, দুর্গাপুর
ইন্টারন্যাশনাল রেডিও এমপ্লয়মেন্ট (গ্রাউ) লি., ও মাদান স্ট্রীট, কলকাতা-১০
কে সি পাই অ্যান্ড সন্স, ৫০ বড়বাজার মৌলিকপুর
নর্থ বেঙ্গল পেশা এজেন্সি, মার্কেট রোড, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি
রেডিও ইলেকট্রনিক কর্পোরেশন, জি টি রোড, আসানসোল
সি রেডিও সেন্টার, মণ্ডারন রোড, কোচাবহার
শিলিগুড়ি সাইকেলস কোং, শিলিগুড়ি
AHUJA RADIO
215, Okhla Industrial Estate, New Delhi-20

গ্রাহকগণের অনুরোধে আমাদের সেন-এর সময় বাড়ান হ'ল
মাত্র আজ ও কাল
প্রত্যেক খরিশার একখানা শাড়ী পাবেন
মৌবরা ভল্লেল ২x২, নাইলেজ স্লাসে, নাইলেজ প্রিন্টেড, চৌরভল্লেল, নোবরসী কটন, প্রিন্টেড কটন
প্রতিটি শাড়ী মাত্র ২০।
NOBLE
৩৫, চৌরভা মার্কেট কলিকাতা-১০ [রঞ্জী সিনেমার পাশে]

সংশোধনী
বিষয় : ১৫-১২-৭১ তারিখে এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন 'যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের জওয়ানদের জন্য আপনার সাধ্যমত উপহার দিন।'
উক্ত বিজ্ঞাপনে উপহার গ্রহণের জন্য যে সব অনুরোধিত সংস্থার নামের উল্লেখ আছে, তাহাতে নিম্নলিখিত দুইটি নাম হইবে—(১) পাজারী সেন্সিটাইভ কলচারাল অর্গানাইজেশন (প্রকাশিত পাজারী সেন্সিটাইভ কলচারাল কনফারেন্স-এর স্থলে) এবং (২) সাউথ ইন্ডিয়ান রেলওয়ে উইলেন্স অর্গানাইজেশন (প্রকাশিত সাউথ ইন্ডিয়ান রেলওয়ে অফিসার্স ওয়াইলেন্স ক্লাব-এর স্থলে)।
—পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রচারিত

খুব রেলগুয়ে
প্যাসেঞ্জার সার্ভিস বাতিল
অত্যাশঙ্কায় মালগুয়ের অত্যন্ত বেশী চলাচল হেতু নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি পূনরুদ্ধ পর্বত সাময়িকভাবে বাতিল থাকিবে—
(ক) ১৬/৪১ আপ এবং ৫০/১৬ ডাউন হাওড়া-লখনউ এক্সপ্রেস, মার ৪১ সার্ভিস কোচমুহ—১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখ হইতে।
(খ) প্রতি মঙ্গলবার হাওড়া হইতে ও প্রতি বুধবার নয়াদিল্লী হইতে যাত্রা আশঙ্কায় ৮১ আপ ও ৮২ ডাউন এয়ারকন্ডিশনড এক্সপ্রেস। নয়াদিল্লী হইতে ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখ বুধবার হইতে ইহা কার্যকর হইবে। এই ট্রেনগুলি সপ্তাহের মনোনীত অ্যান্ডায়ে দিনে চলাচল করিবে।
ইহার জন্য যাত্রীদের যে অপব্যয় হইবে তাহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করা হইতেছে।
চীফ অগারেটিং সুপারিন্টেন্ডেন্ট

তামাক এবং আই এল টি টি
.....এবং সেজন্যই আমাদের নতুন প্রতীক
ইন্ডিয়ান লিক টোব্যাকো ডেভলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড
সিগারেটের তামাক শিল্পের অগ্রগতি এবং ক্রমাগত উন্নয়নের দায়িত্বে তামাক ব্যবসাকেও দায়িত্বপূর্ণ অংশ নিতে হবে। কৃষকদের পক্ষে তামাকের বিবাজারের চাহিদার মানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কোনও উপায় নেই। তাছাড়া, উপযুক্ত পরিকল্পনা ছাড়া, পরিবর্তনশীল চাহিদা মেটাবার জন্য তামাক চাষের নতুন এলাকা তৈরী এবং তামাকের গুণমান উন্নয়ন করাও সম্ভব নয়।
ইন্ডিয়ান লিক টোব্যাকো ডেভলপমেন্ট কোম্পানী এবং ইহার সমগোষ্ঠীর কোম্পানী, ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানী লিমিটেড উভয়েই তাদের দায়িত্ব সফল সম্পূর্ণ জগৎ এবং ভারতে তামাক শিল্পের অগ্রগতির জন্য বিশেষ চেষ্টা।
উদাহরণস্বরূপ, উন্নত অঞ্চলে সার, বীজ এবং জ্বালানী প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বস্তু কেনার উদ্দেশ্যে আই এল টি ডি ফ্রা ছাড়াই কৃষকদের টাকা ধার দিয়ে থাকে। চলতি বছরে একমাত্র এই প্রযোজনার কৃষকদের জন্য ৭০ লাখ টাকা ব্যবহৃত করা হবে। ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ছাড়াও, কোম্পানী আরও নানাভাবে কৃষকদের সাহায্য করে; যে কোনও বিপদের সময় প্রায়ই আই এল টি ডি কৃষকদের সাহায্য দেয়।
কোম্পানীর উন্নত পলিসি এবং ভারতীয় তামাক শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করার দায়িত্ব অঙ্গুরাধারায় আই এল টি ডি এখন একটি প্রতীক চায় যার মধ্যে কোম্পানীর উদ্যোগ, দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতি প্রতিফলিত হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
ডিরেক্টরেট অব ডেভেলপমেন্ট
২০এনোভা স্ট্রাভার রোড, ১০ম তল
কলিকাতা-১

স্থান ব্যবসায়ী, ছানা বিক্রেতা, মিঠাইয়ের
দোকান, রেস্টোরাঁ ক্যাফে, হোটেল, ক্যান্টিন,
ভোজনালয় প্রভৃতির

প্রতি বিজ্ঞপ্তি

কর্তৃপক্ষের আদেশ, পশ্চিমবঙ্গ মিলক প্রিভি কন্ট্রোল অর্ডার অ্যান্ড মিলক
কমিশন, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞপ্তি কার্যক্রমে, উক্ত অর্ডারের উল্লিখিত নিষিদ্ধ
এলাকাগুলিতে কীচা বাইসেলের ব্যবহার ও পোতা কিসলোম দুধ এবং এর
প্রস্তুতকৃত আকারে বিক্রয় প্রভৃতির এক সপ্তাহ মিয়াদে অর্থাৎ ২০.৫ (আড়াই)
কিসলোম দুধ, প্রস্তুত করা, প্রসেস, প্রস্তুত, বিক্রয় বা পরিবেশ করা
কোনো এক পক্ষের ক্ষেত্রেই দেওয়া হইবে, তাহা বাতিল করা হইবে।
সুতরাং কীচা বাইসেল বাতিল উপরোক্ত উল্লিখিত নিষিদ্ধ এলাকা মধ্য দুধ
ও দুধপ্রস্তুত প্রণালী প্রণালী করা আইন অনুসারে বিচারবোধ, দণ্ডনীয়
অপরাধ।
সুতরাং সমস্ত মিলক সরঞ্জামের উপর বাইসেল বাতিল যে কোন পরিমাণ
দুধ বা দুধপ্রস্তুত প্রণালী প্রণালী করা করিতে অনুমতি করা হইবে।
এর আদেশ
কর্তৃপক্ষ, ডিরেক্টর, ডি. বি. এ. সি. ও
১৬ এনোভা মিলক কমিশন, পশ্চিমবঙ্গ
ডি. বি. (আই) অফিস (আই) অফিস নং ৪৮৮৮(১১) আই সি অফিস/এ/৭১

PUBLIC SERVICE COMMISSION, WEST BENGAL IMPORTANT ANNOUNCEMENT EXAMINATION FOR RECRUITMENT TO POSTS OF INSPECTOR OF CO-OPERATIVE SOCIETIES, WEST BENGAL, 1971.

It is notified for information of the candidates that the
examination for recruitment to posts of Inspector of Co-
operative Societies which was scheduled to be held in Sep-
tember, 1971 will be held on 26th, 27th and 28th December, 1971.
TIME TABLE OF THE EXAMINATION
Sunday, the 26th December, 1971 :—
10-00 a.m. to 1-00 p.m. — Paper I — English Essay and
Precis Writing.
1-30 p.m. to 4-30 p.m. — Paper II — General English
and Composition.
Monday, the 27th December, 1971 :—
10-00 a.m. to 1-00 p.m. — Paper III — Bengali/Hindi/Urdu/
Nepali Composition and Translation.
1-30 p.m. to 4-30 p.m. — Paper IV — General Knowledge
and Current Affairs.
Tuesday, the 28th December, 1971 :—
10-00 a.m. to 1-00 p.m. — Paper V — Elementary Mathe-
matics.

CENTRES OF EXAMINATION :

Sl. No.	Name of Institutions	Roll Nos.
(1)	(2)	(3)
1.	Ballygunge Govt. High School, 38/2, Beltala Road, Calcutta-20.	1-408
2.	Jadavpur Vidyapath & Indoor Stadium within Jadavpur University Campus.	411-1418
3.	Jadavpur High School, 17, East Road, Calcutta-32.	1421-2177
4.	Jagadbandhu Institution, 25, Fern Road, Ballygunge, Calcutta-19.	2178-2596
5.	National High School for Boys, 42/1, Hazra Road, Calcutta-16.	2603-3267
6.	Beltala Girls' High School, 17, Beltala Road, Calcutta-26.	3269-3600
7.	Calcutta Anglo-Gujarati School, 6, Pollock Street, Calcutta-1.	3601-5100
8.	Calcutta Anglo-Gujarati School, 29, Pollock Street, Calcutta-1.	5101-6681
9.	Moulana Azad College, 8, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-13.	6892-7500
10.	Bhowanipur Education Society, 12B, Heysham Road, Calcutta-20.	7501-7817
11.	Kailash Vidyamandir, 28, Chetia Central Road, Calcutta-27.	7818-8050
12.	Hare School, Calcutta, 87, College Street, Calcutta-12.	8142-8400
13.	Maharaja Mahindra Chandra College, 20, Ramkanta Bose Street, Calcutta-3.	8401-8900
14.	Bethune Collegiate School, 151, Bidhan Sarani, Calcutta-6.	8901-9200
15.	Bethune College, 181, Bidhan Sarani, Calcutta-5.	9201-9500
16.	David Hare Training College, 25/3, Ballygunge Circular Road, Calcutta-19.	9501-9710
17.	New Alipore Multipurpose School, 28A/439/1, Diamond Harbour Road, Calcutta-53.	9711-10010
18.	Presidency College, Calcutta, 87, College Street, Calcutta-12.	10011-10298
19.	Sanskrit College, 1, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-12.	10299-10605
20.	Sanskrit Collegiate School, 1B, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-12.	10606-10855
21.	Hindu School, 1B, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-12.	10856-11205
22.	Kidderpore Academy, 35, Ramkanta Street, Calcutta-29.	11206-11560
23.	Jnan Chandra Ghosh Polytechnic, 7, Mayurbhanj Road, Calcutta-23.	11561-11980
24.	Lady Brabourne College, P-12, Suhrawardy Avenue, Calcutta-17.	11981-12190
25.	St. Teresa's School, 72, Diamond Harbour Road, Calcutta-23.	12191-12515
26.	Rani Rashmoni High School, 104-A, S. N. Banerjee Road, Calcutta-14.	12516-12725
27.	Mitra Institution, (Bhowanipur Branch), 16A, Balaram Bose Ghat Road, Bhowanipur, Calcutta-25.	12726-13225
28.	National High School for Girls, 164, Sarat Bose Road, Calcutta-29.	13226-13625
29.	Gokhale Memorial Girls' School and College, 11, Harish Mukherjee Road, Calcutta-20.	13626-13835
30.	Sir Romesh Mitra Girls' School, 15, Jogesh Mitter Road, Calcutta-25.	13836-14335
31.	St. Paul's Higher Secondary School, 33/1, Ambheri Street, Calcutta-9.	14336-14635
32.	Chetia Boys' High School, 29/2, Chetia Central Road, Calcutta-27.	14636-15235
33.	Calcutta Madrasah, 21, Haji Mohammed Mohsin Square, Calcutta-16.	15236-15485
34.	South Suburban (Branch) School, 110, Sarat Bose Road, Calcutta-29.	15486-15985
35.	Puddapukur Institution, 44, Sarat Bose Road, Calcutta-20.	15986-16235
36.	New Alipore College, 'L' Block, New Alipore, Calcutta-58.	16236-16535
37.	Kamala Girls' School, P-512, Lake Road Extn. Calcutta-29.	16536-16835
38.	Mitra Institution (Main), 60B, Surya Sen Street, Calcutta-9.	16836-17135
39.	Chetia Girls' School, 66/1, Joychandi Mistri Lane, Calcutta-27.	17136-17435
40.	Jodhpur Park Boys' School, Jodhpur Park, Calcutta-31.	17436-17653
41.	Examination Hall of the Public Service Commission, West Bengal, 91B, Mahatma Gandhi Road, Calcutta-9.	All Lady candidates.

N.B. Application Nos. and Roll Nos. of the candidates are same.
The admit cards already sent to the candidates will remain valid for the purpose of this examination. No fresh admit cards will be issued.
The candidates who have not received any admit card or any other intimation may contact the office of the Public Service Commission, West Bengal, Bhabani Bhawan, Calcutta-27.
No request for change of centre will be entertained.

সেই রান্না ময়দানেই
প্রথম পুষ্টির পর
পক্ষ হলে জ্বালানপুষ্টি দাবীতে স্বাক্ষর
করেন। বাংলাদেশে দুই মণ্ডারবাগী
যুদ্ধের অবসান ঘটল।
এর পরই ভারতীয় বাহিনী সপ্ত
দিক থেকে শহরে প্রবেশ করে শহর
করে। কিন্তু রেস কোর্স ময়দানে
সে কী করণ দৃশ্য। যে মোকাবেলা
শেষপর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবেন বলে
দলদল ঘেঁষা করেছিলেন, সেই
জেনারেল নিরাজি আজ আনিবারতাকে
স্বীকার করে নিয়ে সেনাবাহিনীতে
করি পদমর্যাদাসূচক প্রতীক চিহ্নটি
খুলে ফেলেন। তার নিজস্ব রিকলবার
থেকে বুলেটগুলি খুলে নিয়ে জেনারেল
অরোরা হাতে তুলে দিলেন এবং তার
আনুগত্য ও আনন্দময় পূর্ণ
আনন্দ স্বীকৃতি হিসাবে তার
লগাট খেঁচা অরোরার লগাটে ছুঁইয়ে
দিলেন।
এই রেস কোর্স ময়দান, দুই-
বিস্তৃত ও শামলা-এক নব-প্রতিষ্ঠিত
জাতীয় ডায়ালগিক যখন লিখিত হচ্ছে,
যখন জেনারেল নিরাজি আনন্দময় পূর্ণ
প্রতীক চিহ্ন অরোরার হাতে তুলে
দিয়েছেন, তখন হাজার হোক বাংলা
দেশের পতাকা হাতে নিয়ে জয় বাংলা,
জয় ভারত, জয় হিন্দীরা ধ্বনি শ্রাব্য
আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলছে।
রেসকোর্সের অনুষ্ঠান শেষ হবার
সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানী সৈন্যরা
তারের অঙ্গ ভাগ করল এবং অর্ডার
করা পাহাড়ের তীরের নিজ নিজ
ব্যবস্থা নিয়ে ফারাক হলে।
কিন্তু জেনারেল নিরাজিকে লক্ষ্য
করে জনতা নানারকমের গালিগালাজ-
বর্ষণ করে চলল—এর জন্য শেষ সেই।
নিরাজি যখন গণিতে উঠলেন, তখন
তারে দেখা গেল, একটি জিন্নান
মানুষ, জেন আত কটে চোখের জল
চোখে রাখলেন।
তৎপরে বিমানক্ষেত্র থেকে ছরযান
হেলিকপ্টার আকাশে উঠল—আমরা
আগরতলায় দিকে যাচ্ছি। নতুন এক
দেশের, স্বাধীন বাংলাদেশের হৃদয়ের
মহত্তম সম্পদকে নিয়ে গেলাম।
আগরতলা থেকে কলকাতার পথে
আবার (কোর আকাশ অতিক্রম করছি।
কারাবো বিমানে করে ঢাকার আকাশ-
পথ অতিক্রম করার কালে দেখলাম
সেখানে দীপাঙ্কিতা উৎসব—লক্ষ
আলোকের মালা পরে সে অপূর্ণ
সাজে সাজে রয়েছে। অশ্রুকার শব্দ-
হাসিতে শূণ্যকারা বৃষ্টিপাণ্ডা তেমনই
নিম্নশব্দে বয়ে গেছে—ওই নগরীর
ইতিহাসের বন্দু উত্তান-পতনের দিনে
সে কোথা অতগুলি ছিল আজও তেমনই
অভুত।
বিশেষ ক্যান্টনমেন্টের আকাশ।
নিচে তেমনই আলোকলক্ষ্য, পটকার
শব্দ। স্বপ্নাম, শব্দবাহিনীর আশ-
সম্পদের উল্লাসধ্বনি আকাশ পূর্ণ
করছে।
এবার কলকাতা, পিছনে বাংলা-
দেশ। পিছনে রক্তস্রোত এক জাতীয়
ইতিহাস। সেনার বাহিনীর উপর
স্বাধীনতার দ্বন্দ্বের সন্নিবিষ্ট প্রবাহিত
হয়ে চলছে।
কিন্তু পেছনে কি রেখে এলাম, কি
সেখে এলাম। দেখলাম, ঢাকা ও
বাংলাদেশে দীর্ঘ আনিবার অবসান।
দেখলাম, পাকিস্তানী পতাকা
হিন্দুস্তানের গর্ভে কীলান হয়ে গেল,
সেখানে আজ উঠছে বাংলাদেশের
পতাকা যা একটি নতুন রাষ্ট্রের
অস্তিত্বের সাক্ষ্য রাখবে বা বহু-
নির্দিষ্ট স্বাধীনতার সমাধির উপর
নির্ভর উঠছে। চরশত বছরের প্রাচীন
ওই নগরী আজ এক ইতিহাস শেষ
করে আর এক ইতিহাসে চলে যাচ্ছে।
কী বিচিত্র সেই ইতিহাস। ১৯৭১
সালে সপ্তাহ আকবর পূর্ণ বাংলা জয়
করলেন। সৈনিক রাজধানী ছিল
ঢাকার ৩২ কিলোমিটার পূর্বে সেনার
গাঁওরে। জাহাঙ্গীরের আমলে রাজধানী
সেনারগাঁও থেকে তুলে কোর নিয়ে
আসে হয়।
ইতিহাসের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা
আপেলকালে ঢাকা বিপ্লবী কার-
কলাপের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠে এবং সে
জন্মই নির্মম নিশীড়ন এর ভাগ্যবান
ছিল।
আবার একদিন এ ঢাকা শহরে
বলেই শ্রীজয়কর মাতৃভূমির মুক্তি-
যুদ্ধের পরিকল্পনা করেছিলেন।
কিন্তু থাকুক সেখান। আতিথেরতা
ও আনুষ্ঠানিক প্রদর্শনে উদ্ভব জনতা
রেস কোর্স ময়দানে ভারতীয়
সাংবাদিকগণকেও আলিঙ্গন করলেন,
সাধুবাদ জনালেন, তাদের স্বাধীনতার
স্বপ্ন বাস্তবে রূপান্তর করার ব্যাপারে
ভারতের আরো কথ্য মুক্তকণ্ঠে
স্বীকার করলেন।
অবিরাম জয় বাংলা ধ্বনির মধ্যে
তারের কথাগুলি বারবার ডুবে গেল
বাইও তবু আমরা দেশী-বিদেশী
সাংবাদিকরা ত' হৃদয়ে হৃদয়ে সেখে
নিয়ে চলে এলাম।
আজ দীপাবলী উৎসব পালনে
কংগ্রেসের ডাক
পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস (নব)
কার্যক্রম সাধারণ সম্পাদক ডাঃ জয়নাথ
জায়েদ আল শূকরার ঘরে বার
দীপাবলী উৎসব পালনের আহ্বান
করিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সদস্য
প্রদীপ জ্বলো জনসাধারণ চিরন্তন বাংলা
প্রথা এই বিজয়কে স্মরণে রাখুন।
পূর্ব রেলের ৪টি ট্রেন বাতিল
নিজস্ব সংবাদদাতা
পূর্ব রেল অগামী শনিবার থেকে
অনির্দিষ্ট কালের জন্য আপ ও ডাউন
লগুনো একসঙ্গে ট্রেন দুটি বাতিল
করেছেন। রেলের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে
বলা হয়েছে, নিম্ন প্রয়োজনীয় প্রবাহের
চলার জন্য অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ার এই
ব্যবস্থা নিতে হয়েছে।
ওই বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়,
পুলকেশ না দেওয়া পর্যন্ত রবিবার
দিল্লি থেকে বৈ ৮২ ডাউন এবং হাওড়া
থেকে ৮২ আপ ট্রেন দুটি ছাড়ে তাও
বাতিল হল।
গদায় জোয়ার-ভাটা
দিবা রাতি দিবা রাতি
জোয়ার জোয়ার ভাটা জোয়ার
শুক্রবার ১০-০৯ ১০-০৭ ০-০ ০-০

ইরানিরা—নত হয়েও নীত
মানতে নারাজ
প্রথম পুষ্টির পর
সত্যের সপাত দাবীতে স্বাক্ষর
করেন। পাকিস্তান রাষ্ট্রপতি
নয়ন নীতিতে গ্রহণ করেছে। বরাবরই রাষ্ট্র-
পতির সিংহাসনকে সে মেনেও এসেছে।
পাকিস্তানের জাতীয় সংসদ ও সমান
বহার রেখে বর্তমান পরিস্থিতির কোন
সমাধান হলে ভবিষ্যতে সে রাষ্ট্র-
পতির সিংহাসন মেনে চলেবে।
তিনি আরও বলেন, এই ঐতি-
হাসিক যুদ্ধে চীন ও মার্কিন যুক্ত-
রাষ্ট্র পাকিস্তানকে মদত দিয়েছে।
পাকিস্তান তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।
আফগান-এশীয় দেশগুলিও পাকি-
স্তানের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।
তারের প্রতিও তিনি কৃতজ্ঞ।
বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে
উপেক্ষা করে তিনি ঘোষণা করেন,
নতুন সংবিধানে পূর্ব পাকিস্তানকে
বঙ্গদেশের স্বাধীনতার দেওয়া হবে,
সংযুক্ত পাকিস্তানের সংহতি বজায়
রাখা হবে। এই সংহতির জন্য পাকি-
স্তানের দুই অংশের জনগণই নাকি
কিছুটা আত্মত্যাগ স্বীকার করেছেন।
কেন্দ্রে এবং প্রদেশগুলিতে পরে সরকার
গঠিত হবে।
কবল না করলেও সংক্ষেপে তাকে
বলতে শোনা যায়, বিশেষ শতাব্দীর দুই
বিশ্বযুদ্ধের বৃহৎ শক্তির ধামাধার
চেষ্টা করেননি। ছোটো দেশগুলির
অপেক্ষেও তারা বাধা দেননি। আমরা
এর পুনরাবৃত্তি হতে দেব না। প্রায়-
জন হলে একই লড়াই। তবে আমি
নিশ্চিত, বিশ্বের শক্তিবর্গ এ কথা
জানেন এবং যুদ্ধের দামানল হাতে
এশিয়া তথা বিশ্বকে গ্রাস না করে তার
জনা অবিস্মরণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও
তারা গ্রহণ করবেন।
‘পূর্ব’ পাকিস্তানের জাইদের
উল্লেখ্য তিনি বলেন, মৈত্রী ধরুন, যুদ্ধ
চলবে। মাতৃভূমির জন্য আমরা লড়াই
করব, স্বাধীন বাংলাদেশের হৃদয়ের
মহত্তম সম্পদকে রক্ষা করে পাকি-
স্তানের বাঁর সেনারা সে অশিষ্টা



গোয়েন্দারিপ/জন প্রেক্ষিটস ও ফ্রুড ডিকেনসন রচিত	
আমাদের টাকার গাড়ি লুট করছে! কম্বু!	আমরা যে প্রজেক্ট ভালো পাইনি আই হলো?
হ্যাঁ, সেই গাড়ি তো বলছে। ওই গাড়ি হ্যাঁ কি হলো?	আজ, আজ তোমরা একটু থামো!

দিনগঞ্জিকা	
আজ অমাবস্যা উপবাস ও নিশাপান	
মুহুর্তি পঞ্জিকা মতে— শুক্রবার, ১ পৌষ, ১৩৭৮ (২৬) অগ্রহায়ণ, ১৮৯৩ শক, ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১, ২৮ শওরভ। অমাবস্যা রাতি য় ১২:০২ মিঃ পর্যন্ত। জ্যোতিষকর্তা রাতি যঃ ৯:১৭ মিঃ পর্যন্ত। যঃ ৬:১৩:০৪ সে গতে সুমোরি এবং ৪:০৫:১০ সে গতে সুবাস্ত। মাতা—নিশ্চ পক্ষাতদার। অমাবস্যার উপবাস ও নিশাপান। মধ্য- চান্দ অগ্রহায়ণ পৌষ পৌষ (কৃষ্ণপক্ষ)। অনা পঞ্জিকা মতে— শুক্রবার, ১ পৌষ, ১৩৭৮ (২৬) অগ্রহায়ণ, ১৮৯৩ শক, ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১, ২৮ শওরভ। অমাবস্যা রাতি যঃ ১২:১০:০০ সে পর্যন্ত। জ্যোতিষকর্তা	

মুহুর্তি ক্রতির খতিয়ান	
নরাদির্জ, ১৬ ডিসেম্বর— ১৬ দিনের মুহুর্তি ক্রতির খতিয়ান নিম্নরূপ—	
বিমান	৮৬
ট্যাংক	২২৬
মুক্তজাহাজ	৪
সাবমেরিন	২
গানারোট	১৬
অন্যান্য যান	১২
—ইউ এন আই	

সভা-সমাবেশ	
[অন্যভাবে উল্লেখ না থাকলে লুপ্ত সময় বিকাল বা সন্ধ্যা বোঝাবে।]	
পশ্চিমবঙ্গ প্রবন্ধ লেখক সম্মেলন— ৩টার কলকাতা তথা কেন্দ্র সম্মেলনের স্বীকৃতি আবেদন অনুষ্ঠিত হবে। বোম্বে- নিক্যান সেলুইটি অব বেঙ্গল—৩টার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যের বিভাগের বক্তৃতা—ডঃ আর এন মুখার্জির বক্তৃতা। ইনডিয়ান ফিলিস্তিন সোসাইটি—৩টার সারা ইনসিটিউটে হলে (৯২ অটোব্র প্রফেসর রেডে) ভারতে অগ্নিক শক্তি—স্বপ্ন কল্পনা নিম্নে অধ্যাপক শান্তিময় চাট্টোজ আলোচনা। বিভাগ শিশু সংগ্রহশালা— ১৯ গুরুদেব রঙ রঙে ৪টার বিজ্ঞান লিঙ্গক চর্চিত প্রদর্শন। মহানির্বাণ মতে—(১২৩ বারবিহারী জেনিট) সকল ৯টা সমবেতভাবে অর্থত গীতা পাঠ। গীর্ধাক্ষমত সেন ভীর জাতীর ৪০০ম জন্মাবসর—সকল ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত (১২৩ যোগালাল ঠাকুর রোড) নগর কর্তন এবং বিকাল ৩টার কৈব সম্মেলন।	

ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীকে ডানলপের অভিভাবন

ডানলপ ইণ্ডিয়া ভারতীয়
সশস্ত্র বাহিনীর বীর সৈনিকদের
সশস্ত্র অভিযান জানাচ্ছে
আর সেইসঙ্গে তাঁদের
আবশ্যকীয় উপকরণ সরবরাহ
করতে পারার জন্য
গর্ব অনুভব করছে।

ডানলপ ইণ্ডিয়া

৪র্থ পৃষ্ঠার পর
এটা—১৯৭১। এমন কি ১৯৬৬-৭
নয়।

নিরাপত্তা পরিষদে জনাব ভূট্টো
কর সেখানে লাল কাপড়টি দেখে
এমন কেপে গিয়েছেন সেটা পপট
নয়। তিনি নাকি সরেগে সব প্রত্যাবর্ত
টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে ফেলেছেন।
কোড স্বাভাবিক। জিয়ার 'পোকা-
কাটা' পাকিস্তান। ভূট্টো-ইয়াহিয়া
কোম্পানিতে আর প্রায় ফাঁকিগানে
পরিণত। ভূট্টো গোলাবের প্রস্তাবে
সব দিলে সেটা প্রায় সাজাজা উজ্জ্বল
দিলে সহি করার সম্মিল হত।
পাকিস্তানের বাইল পরিবার এবং
তাদের বেনামদার ইয়াহিয়া চক এই
উপলক্ষে গত নয় মাস ধুর যে শলা-
পরামর্শ চালিয়েছেন, সেখান নাই
জনাব ভূট্টোই যিনি সে সব সজার
সম্পর্কিত। কিন্তু আল তিনি সে
দায়িত্ব গ্রহণে নারাজ। ভাবখানা এই,
সহি করবেন তো নিয়াজি কদম,
ইয়াহিয়া করবেন—আমি এসব নেই।
ভূট্টো বোধ হয় কট্ট পড়তে
চাচ্ছেন। কেননা, সময়ে যে পাকার
সেই বাটে। ইপ-করাসী প্রস্তাব
গোলাবের বেনামদার অনেক নর
ধাতের, জগৎচাকুর মূখরকার স্বা-
স্বা চোখা সেখানে করা হয়েছে।
কিন্তু ভূট্টোর তাতেও গোলা। তিনি
কলেছেন—রাশিয়ারের স্বাধীন

যুদ্ধে যাবেন ভূট্টো

কদমী-ইয়াহিয়া খানবাজ। কেননা,
তারা যথার্থবিরতির সঙ্গে রাজনৈতিক
সমস্যাদিও জড়িয়ে দিয়েছেন। শোনা
হচ্ছে, নিরাপত্তা পরিষদে অংশগ
বে সব প্রস্তাব উঠছে তাতে সবারই
নাকি মোটামুটি এক কথা, রাজনৈতিক
নীতিমালা চাই। বাংলাদেশ যে হাত-
ছড়া হয়ে গেছে সে-সম্পর্কে এখন
আর বিশেষ কারও মনে সংশয় নেই।
ইয়াহিয়াকে তার পর্যাপ্ত বাহিনীর
অবশ্যেই কী কৌশল ফেটতে
পড়ানো যায় মল্লগা চলে নাকি
সে সব নিজেই। রাওয়ালপিন্ডির সর্বা-
শেষ রহস্য-প্রসার 'গিলের' রাজী
হওয়াও বিচিত্র নয়। ভূট্টো অতএব এ
সময়ে একটা বেসামাল হবেন বই কি।
তিনি বকেছেন—চাকা ছেড়ে তো কী
হয়েছে? বাংলাদেশ গেছে তাতেই বা
কী! পশ্চিম পাকিস্তান গেলেও কিছ
আসে যায় না, আমরা নতুন পাকিস্তান
গড়ব!—কোথায়—আশামানে?

ভূট্টো বোধ হয় পাকার হয়ে
গেছেন। হবারই কথা। তার যে প্রাথম-
মন্ত্রী তথ্য বসবাস কথা। তার যে
জারতের সঙ্গে হাজার বছর লক্ষ্যের
কথা। এবার কী হবে ঐক্যমত-
সোমালিডম তথা বর্তমান আমলট
তাকে পাকার আর সিন্ধুর মার্জিত
বসেই ডিবাতে হবে? পাকারকে কি



শেয়ার বাজার আরও চড়া

১৬ ডিসেম্বর—কলকাতার
হিউজিট আজ কলকাতার বাজারে
আরও চড়ার দিকে যাবে। লেনদেন
মাত্রার ধরনের হয়েছে।

সোনা ও রূপা

১৬ ডিসেম্বর—আজ কলকাতার
বাজার ধরনের সময় ধর নিম্নলিখিত ছিল—
খাঁড়ি সোনা (১০ গ্রাম) ২০৬০
সোনার গহনা (২২ কাঃ ১০ গ্রাম) ১৯৬০
রূপার গাট (১ কৌজ) ৫২৯০
এই বস্তুর (১ কৌজ) ৫০০০

কলকারখানার চাকা চাল থাকবে



DOWIDAT
QUALITY - TOOLS
সেখানেই মনে ধরে। মৌলিক ডিভাইস
কার্যকারিতার ওজনহীন, হারিত
নেই।
EVEREST
QUALITY - TOOLS
হিলড্যান ডাইইউজিট টুলস, লি.
৬১ সুল্লার নগর, নয়াগাঁও

এশিয়া হোটেল
পি-১৬, রাসবিহারী এভিনিউ, কালকাতা-১১
(বালিগঞ্জ রেল স্টেশন, ট্রাম ও বাস জিয়ার নিকট)
মধ্যবর্তী উপযোগী শীতাপ-নিষ্কাশিত (এবং আনন্দিত)
প্রশস্ত ক্রীড়া গরের নিষ্কাশন গরম ও ঠাণ্ডা জলের ব্যবস্থা সহ
বায়ুয়ম, লিফট ইত্যাদি।
টেলিগ্রাফ : ০২১-৭১১০ • ফোন : ৪৬-১১৪০

শ্রী
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক
বাংলাদেশের জয়গানের নতুন রেকর্ড
S.L.H. 195
শোনা বাংলা জনসমূহের জোয়ারের হংকার
এ তারা চলে দলে দলে মুক্তি অথবা মৃত্যু
কথাও সুর-শ্রীসোমেন্দ্র নাথ ঠাকুর
হিন্দুস্তান মিউজিক্যাল
প্রোডাক্টস লিমিটেড
কলকাতা-১৭ • ফোন : ২৪-১৪২২

সুলেখা
ভারতের সর্বাধিক
বিক্রয়ের
গৌরবধন্য কালি
সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ
কলকাতা • গাজিঘাট
SW-1771

**ওর সেকালীন মার কথা
আজকের দিনে আর চলে না**
সুনির্মিত মা বসন্তের পরিবারে অনেকগুলি ছেলেমেয়ে থাকা খুব
সরকার। কি জানি কোনটা বাঁচবে না বাঁচবে... ভগ্নাবতার
দিনে হোটেল মেয়েলি মালিকেরা, বসন্ত, ওলাওটা কি অন্য
মোটে আকর্ষণ মরত।
মোকে ভাবত ওটা বিধিবিধি।
আজ সুনির্মিত নিজের সংসার হয়েছে।
আজকালকার কালে বেশির ভাগ মহাবারী নিয়ন্ত্রণে এসেছে।
টীকে দিয়ে বা রাগ প্রতিক্রিয়ায় ওষুধ দিয়ে ছোট বাচ্চাদের সুস্থ
রাখা হচ্ছে। ফলে শিশু মৃত্যুর হার ক্রমশঃই কমে আসছে।
দুচারটি সন্তান
টীকে থাকবে—এই
ভয়ে অনেকগুলি সন্তান
চাইবার কোরও কারণ
এখন বেই।

ত্রিশ দশকে

৪র্থ পৃষ্ঠার পর
মিঃমোহনদাস গান্ধী পৌঁছতেই
বললাম, দেখ, ওই ফটক দেখ, ওখানে
কিন্তু বাস হাঙ্গল ও লোমনি মনে হই
বাহুবল গুলি করা হল।
বিশিষ্ট দৃষ্টিতে সে আমার দিকে
তাকাল এবং আরও কিছু শুনতে চাইল।
এ নিয়ে আর আলোচনা নিরাস
নর ভেবে নিঃশব্দে সংকট করলাম।
ইসলামপুর থেকে নবাবপুর রোড হয়ে
মদনমোহন বসার রোড ধরে লোকো উঠাচ্ছি।
অন্তরং বলল : এটা বড় সেরেক
পড়া। বড় বড় আঁকসারি। মনে
এখনই আসনার জানাশুনা কেউ আছে
এখনই।
—চাকর এখন প্রতিষ্ঠিত করতে আছে
তাদের বাবা এবং মৃত্যু। দেখো, দেখো
রানাকন স্ট্রিটের ওই বাড়িটিতে লেন্সাল
নাকিস্টের কামাখ্যা লেন্সের হস্ত্য করা
হয়েছে।
গাড়ি ঘুরল, বলবার বড় ও বাগানের
পাশে আসতেই সে বলল : ওই
বাগানটিতে অনেক কিছু আছে জানেন,
অনেক গাছ না নাকি এঁদের থেকেও
কমার না।
উম্মার সব করটি রাস্তা ও খলি
ঘুরে বেড়ান। বললাম : এককালে
উম্মার ছিল সব কর নতুন কালানের
ঘাটি। কলকাতার বালিগঞ্জ, ঢাকার উম্মার।

সিনেমা বিভাগীয় রচনা ও সংবাদ আগামীকাল প্রকাশ করা হবে।

অভিজ্ঞত রচিত এ দুটো জারগা থেকেই
নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ল।
উম্মার ঘুরে একেবারে পল্টনের মঠ
: এখন এখানে কোম্পানি হয় ত?
—নিম্নসর। দে-লিফটের টিসের
খোলা তো এ মঠেই।
—আমাদের আমলে কোম বিদেশী
চিনাক্ত এখানে কোম।
আমরা যে কতটা হতভাগ্য ছিলাম,
মোটো কম্পানি করে আত্মা আনার দিক
কঁপার দৃষ্টিতে তাকাল।
পল্টনের মঠের পাশ কাটলে ঢলে
গোলাম—বাম পাশে মৌজিকাল কলকাতা,
ডান পাশে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভবন।
আর একটা দূরে জগদীশ হল, ও পাশের
মৌজিকা হল।
মৌজিকাল কলকাতার সামনে এসে
গাড়ি দাঁড়াল। শহরী সতর্কতা—ভায়া
শহরীদের স্মৃতিতে উপলব্ধিত শব্দ-
মতলঃ।
আজকাল বলল : এটা তো আগে
দেখাননি?
বাম পাশে বেশ খানিকটা দূরে
চাকরবারী মন্দির। তার পাশে উচ্চ বাড়ি
উচ্চ মন্দিরটিকে একেবারে থেকে ফেললে।
গাড়ি ঘুরলে বেশ কোরসের পাশ দিলে
চলিছি—বেস কোরসে সবজি সমস্তের মধ্যে
রমনার কল্যাণ।
আজকাল বলল : এই পথে আর একটা
এগিয়েই ত ইন্টার কমিউনিটাল হোটেল।
যাবেন সেখানে?
—প্রবাসক নেই। তার চাইতে
চলি কারজন হলার দিকে। বিব-
বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শাখা আজও সেখানে
রয়েছে। প্রধান ফটকটি আজও বন্ধ।
মনে পড়ল একটা ত্রিশ সালের আইন
অমলা আলোচনাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের
ছাত্র জাকির হুসাইন শুল্কের লাইসেন্স
হয়ে মারা গিয়েছিলেন এবং ওখানেই
ভাইস চান্সেলার ল্যাংকী সাহেব ব্লি
হাতে নির্যাতনের তৎকালীন পুলিশ
সুপারকে পাগল তড়া করেছিলেন। মনে
পড়ল, বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণগণে বিনামূল্যে
পুলিশের প্রবেশ এবং ট্রান্সপোর্টের অসুখ
সম্পর্কে সৈন্য ব্রিটিশ পারলামেন্টে বড়
উঠাছিল। মৃত ছাত্রের পাশে দাঁড়িয়ে
সৈন্য ল্যাংকী সাহেবের কারা অনেকেরই
দেখাছিলেন।
ওই কারজন হল। ওর দোতলার
বলে আমরা সত্যনি বেসের ও কল্লানের
লোকটার এটেনড করেছি, শিক্ষক
জঃ খানসাহাবের সংগে আমরা আঁকা
জামিয়েছি। আজ আমি এই শহরের
কেউ নই, এই দেশেরও কেউ নই।
ক্রাশ ফাঁকি দিয়ে গালিচার মত নরম
ওই ঘাসের কাঁড়িনায় কত দিন রোয়ে বলে
কাসিরি—আজ কি পারি না সবাইকে
ফাঁকি দিয়ে ওই জামগাটুতে একটা
সমর কাটতে যেতে? না, সেটা অসম্ভব,
আমি বিদেশী।
কিন্তু ফটকের কাছে ওই বৃষ্টি শিরীর
গাছটি? আজও, বৃষ্টি জীব, মৃত্যুর
অপেক্ষা। মনে আছে কারজন হলের বিহারী
লরায়ান প্রতিদিন ওর গোড়ার জল নিতে
আসত। পরম পক্ষির মধ্য ও একটা
একটা করে বড় হয়েছিল।
আজকাল বললাম : ওই গাছটি
সৈন্য শিমু ছিল, একেবারে লিকাকাল
চেহারা।
আজকাল সাহস করে আমাকে জিজ্ঞাসা
করল : আজ ওই কিসেরা? কি আপনার
মনে আছে, সৈন্যের ধরণী ছিল বাগান
বাহিনী মরত।
আবার রসায়নগের কবিতা! বাক্যকে
দেখিয়ে একদিন গোপনে রবীন্দ্রনাথ
আবৃত্তি করত—কিন্তু ছেলের কণ্ঠে কোন
গোপনীয়তা নেই। তা মধ্য, বাহাদুর।
প্রাক-মহাভারত সঙ্কলিত এখন থেকেও
শহরী বেলী দেখা যাচ্ছে। স্মৃতিস্তম্ভের ও
মৃত্যুর আদ্যের একটা বেনা বেলী উল্লেখ।

পশ্চিম রণাঙ্গন একদিনে পাকিস্তানের ৪৫টি ট্যাংক খতম

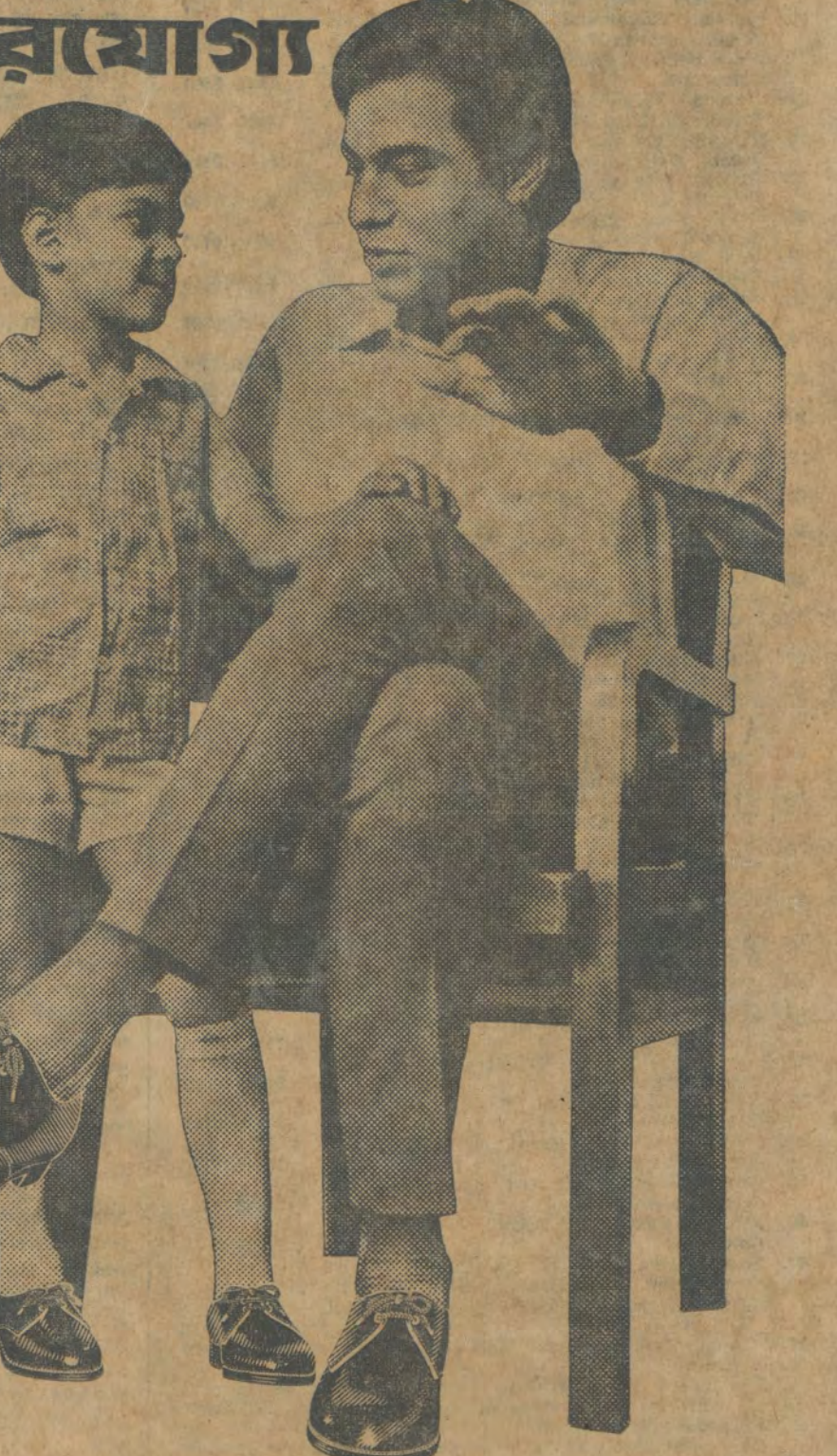
জননধর, ১৬ ডিসেম্বর—পশ্চিম
খণ্ডে আজকের যুদ্ধের বড় খবর
শিয়ালকোট রণাঙ্গনে ১৯৬৫ সালের
খেমকরনে ট্যাংকখণ্ডের পুনরাবৃত্তি।
খেমকরনে পাকিস্তানের ৪৫টি প্যাটন
ট্যাংক খতম করা হয়েছিল। এবারকার
বৃহৎ ট্যাংকখণ্ডে শাকারগড়ের
পশ্চিম বসন্তারে ভারতীয় বাহিনী
গত চারশত ঘণ্টার পাকিস্তানের ৪৫টি
প্যাটন ট্যাংক খতম করে পূর্বের
রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। ১৯৬৫
সালের খেমকরনে আর ১৯৭১ সালের
বসন্তারে—পাকিস্তানের প্যাটন ট্যাংকের
দুই গোরাখান। শাকারগড়ের দিক
খেমকরন ও পশ্চিমে বসন্তারে।
শিয়ালকোট খণ্ডে ৮ ডিসেম্বর
রাত্রে বৃষ্টি শহুরে হবার পর থেকে
এই একটি খণ্ডেই পাকিস্তানের ১৬টি
ট্যাংক খারেল ও ১০টি দখল করা
হয়েছে।
এ পর্যন্ত পশ্চিম খণ্ডে মোট
১৬২টি ট্যাংক খতম করা হয়েছে এবং
অন্যভাবে ধরা হয়েছে ১১টি।
পলাতক বাহিনীর এক অভিযানে
শাকারগড় পূর্বদিক থেকে বিজয় হয়ে
গিয়েছে। পশ্চিম কমান্ডের একজন
মুখপাত্র বলেন, বসন্তারের যুদ্ধে
উত্তরপক্ষ পলাতক ট্যাংক, গোলাবর্ষা
ও বিমান বাহিনী ব্যবহার করে।
শিয়ালকোট খণ্ডে বসন্তার নদী
পার হয়ে ভারতীয় বাহিনী এখন
সীমান্ত থেকে পাকিস্তানের প্রায় ৪০
কিলোমিটার ভিতরে ঢুকে গিয়েছে।
তারা এখন নদীর পশ্চিম তীরে
অবস্থান করছে। শাকারগড় ও শাকার-
গড়ের মতোকার সড়কও বিচ্ছিন্ন করে
দিয়ে ভারতীয় বাহিনী সড়কটির উপর
এক পূর্ণ কড়ি করছে।
জেরা বাবা নানক রণাঙ্গনে আরও
খবর : পরচোচের কাছে আজ সকালে

পাক বেতার কী বলাচ্ছে

প্যারিস, ১৬ ডিসেম্বর—এখানে
শ্রুত পাক বেতারে বলা হয়েছে :
পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধের অবসান
ঘটিছে। পাকিস্তানী ও ভারতীয়
হাইকমান্ড-এর মধ্যে সম্পাদিত এক
চুক্তি অনুসারেই এটা ঘটেছে। পাক
বেতার আরও বলেছে যে, ভারতীয়
বাহিনী ঢাকার প্রবেশ করেছে।
জনগণকে বিরাট এক শোক-
সবাদের ধাক্কা থেকে বাঁচানোর ব্যর্থ
চেষ্টায় পাক বেতার বলাচ্ছে :
পরিণতি এখন হবে সংকটপূর্ণ।
—রবার্ট
একটি ছবির প্রদর্শনার উপর
নিবেদন
নয়াগাঁও, ১৬ ডিসেম্বর—
‘জয়-বাংলা-দেশ’ ছবির ছবিটির প্র-
দর্শন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ভারত
সরকার আজ দু মাসের ভায়ে (১৫
ডিসেম্বর থেকে) ছবিটির প্রদর্শন
নিষিদ্ধ করে এক বিজ্ঞপ্তি দেন। বলা
হয়েছে ১৯৫২ সালের চলচিত্র আইন
অনুসারে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা
হয়েছে। কেন্দ্রীয় সেন্সর বোর্ড ইতি-
পূর্বে কীটিকে ‘সবজন প্র-
দর্শনযোগ্য বলে সার্টিফিকেট দিয়ে-
ছিলেন।
—ইউ এন আই
একটি পাক মিগ—১৯ বিমানকে
ভূপাতিত এবং অপর একটিকে খারেল
করা হয়।
আমাদের সেনাবাহিনীকে আমাদের
জগৎবিমানগুলি এখন সাহায্য করছিল
তখনই শহরপুকের ওই বিমান দুটি
অকস্মিক চলেতে আসে। কিছ
ভারতীয় মিগ—২১ বিমানবহর মধ্যে
সঙ্গে এদের ধাক্কা করে।
সিলালয় সাইরেন
এদিন সিললয়তে বেশা ১৪টির
সমর সাইরেন বাজান হয়। ৪৮
মিনিট পরে বিপদমুক্ত সংকট-মুক্ত
বাজান হয়।
—পি টি আই ও

বিএসসি জুতো যেমন শক্তসমর্থ ভেমন নির্ভরযোগ্য

বিএসসি জুতো ছোট বড় সকলের পছন্দ। কারণ কি?
বিএসসি জুতো যেমন মোলায়েম আর হালক,
তেনেই মজবুত। মাইলের পর মাইল দেয়
গারে-চলার আরাম।
আশ্চর্য কি? সেবা জিনিস দিয়ে বিএসসি জুতো
নিপুণ হাতে তৈরী হয়। তারপর প্রতি জোড়ার
চলে কঠোর পরীক্ষা। যাতে প্রতি জোড়া হয়
আপনার মনের মত।
তাছাড়া, বিএসসি জুতো তৈরী করে বাটা
শু কোম্পানী। সেটাই আপনার সবচেয়ে
বড় গ্যারান্টি।
আপনার কাছাকাছি বিএসসি দোকানে
চলে যান। কিনে নিন এক জোড়া।
দেখবেন, বিএসসি জুতোই আপনার
সেরা সঙ্গী।



BSC
Manufactured by
BATA SHOE CO PRIVATE LIMITED
বাটা শূ কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড-এর তৈরী